আজকের কাগজ

তারিখ 29 MAY 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করছি

জেদ্দাস্থ প্রবাসী বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ দূতাবাস হাই স্কুল ও কলেজ কনসুলেট অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত একটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ও স্কুল। স্কুলটিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রও অবস্থিত। ১০.৩.৯৩ স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্তি হয়ে লেকচারার হিসেবে যোগদান করি। যোগদানের পরপরই কনসাল জেনারেল মিঃ সারজিল হাসান ও কনসাল প্রশাসন মিঃ পারভেজ এমদাদ কর্তৃক স্কুলে নানা অন্যায়, অবৈধ কার্যক্রম, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ইত্যাদি লক্ষ্য করি। আরো জানতে পারি যে, অধ্যক্ষ এই সমস্ত অন্যায় ও অবিচারের প্রতিবাদ করাতে তার থেকে সমস্ত ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে উপাধ্যক্ষের একটি অবৈধ পদ সৃষ্টি করে তাতে তোষামোদকারী জনৈক ব্যক্তিকে বসানো হয়েছে এবং দুর্নীতিবাজ কয়েকজন শিক্ষক ও কনসুলেট কর্মচারী নিয়ে সিজি একটি গ্রুপ তৈরি করে স্কুলকে নিজের পৈত্রিক সম্পত্তির মতো ব্যবহার করছেন। আমি ও অধ্যক্ষ একজন সৎ ও আদর্শ শিক্ষক হওয়ার কারণে দুর্নীতিবাজ গ্রুপ ও তাদের বেআইনী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করি। এর মধ্যে বাংলাদেশের কয়েকটি পত্রিকায়ও উপরোক্ত দুর্নীতি সম্পর্কে মিসেস সৈয়দ ফারহানা নামে জনৈকা অভিভাবিকার চিঠি প্রকাশিত হয়। যার কারণে সিজি আমাদের প্রতি ক্ষেপে যান এবং পত্রিকায় প্রকাশিত গোপণীয় তথ্য আমরাই ফাঁস করেছি এইরূপ কাল্পনিক মৌখিক অভিযোগ গত ১২.৪.৯৪ আমাদেরকে ডিসমিস করা হলো বলে ঘোষণা করেন এবং পরদিন তার সহযোগী কনসাল প্রশাসন মিঃ পারভেজ এমদাদ বিনা কারণে আমাদেরকে ডিসমিস করার নোটিস প্রদান করেন। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে জেদ্দাস্থ বাংলদেশ সোসাইটি রিয়াদে মাননীয় রাষ্ট্রদূতের কাছে প্রতিবাদলিপি পাঠান। স্কুলের সমস্ত শিক্ষার্থিরাও পরদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের চলমান পরীক্ষা বর্জন করে সিজিকে কনসুলেটে ঘেরাও করে রাখে, পুলিশ ডেকে সিজি সেযাত্রায় উদ্ধার পান। কনসুলেটের প্রথম সচিব ও এন. এস. আইর ডেপুটি ডাইরেকটর জনাব নুরুল ইসলাম ও সিজি'র এই অন্যায় কার্যক্রমের প্রতিবাদ করেন এবং এনএসআই সদর দফতরে এ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে এনএসআই উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটি গত জুন মাসে প্রাক্তন সিজি, প্রাক্তন কনসাল প্রশাসন ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ক্ষমতা অপব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট রিপোর্ট প্রদান করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রোধে সিজি প্রথম থেকে সমস্ত ক্ষমতা ছিনিয়ে এবং কনসুলেটে তাকে একঘরে করে রাখেন।

এদিকে ডিসমিস করার পর অধ্যক্ষ কনসুলেটের ভিসাধারী হওয়ার কারণে সিজি তাকে কনসুলেটে তালাবদ্ধ করে তার থেকে জোর করে একটি বিবৃতি আদায় করেন এবং অধ্যক্ষকে কয়েদীর মতো ঢাকার বিমানে তুলে দেন। তিনি হজ্ব করে যাওয়ার প্রার্থনা করলেও সিজি তা অগ্রাহ্য করেন। এ সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে জেদ্দাস্থ ২১৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও অভিভাবক রিয়াদস্থ দূতাবাসেও স্মারকলিপি পেশ করেন। স্কুলটি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে জানুয়ারি '৯৪ বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও কলেজ পরিদর্শক স্কুলটি পরিদর্শন করেন এবং তাঁদের রিপোর্টেও স্কুলের অব্যবস্থা সম্পর্কে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

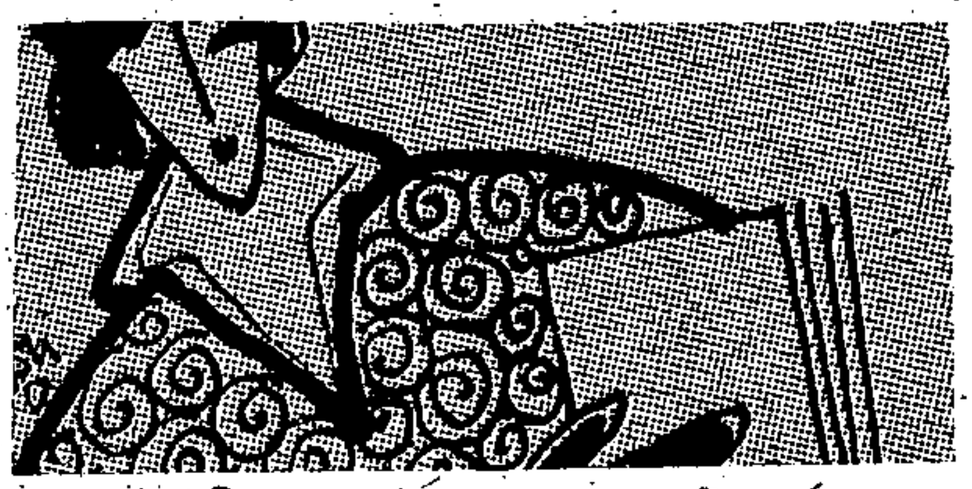

অন্যায়ভাবে চাকরি হারানোর কারণে আমরা দু'জনেই বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবরে দরখাস্ত দেই। স্কুলটি বিদেশি হওয়ার কারণে বোর্ড তা "লিগ্যাল" শাখায় প্রেরণ করেন। লিগ্যাল এডভাইজার আমাদের ডিসমিসকে অবৈধ ঘোষণা করে এই ব্যাপারে আপীল ও আরবিট্রেশন কমিটিকে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে বলেন। কমিটি স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে পরপর তিনটি নোটিস (স্মারক নং ঃ ৪৯৫৭(২৬.৫.৯৪), ৪০ (১৬.৯.৯৪) ২৮৯ (১৭.৮.৯৪) প্রেরণ করে তাতে অন্যায়ভাবে আমাদের চাকরিচ্যুতির ব্যাখ্যা চান কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনরূপ ব্যাখ্যা প্রদানে বিরত থাকেন। এ ব্যাপারে আমরা গত ১৭.৬.৯৪ মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র সচিবের কাছেও দরখাস্ত দেই। নতুন কনসাল জেনারেল বরাবরেও গত ৩.৯.৯৪ কিস্তারিত জানিয়ে দরখাস্ত করি। তিনি এই ব্যাপারটি একটি কমিটি করে তাদের হাতে অর্পণ করার আশ্বাস দিলেও, দীর্ঘ ৬/৭ মাসেও এরূপ কোনো কমিটি গঠিত হয়নি এবং বরং গত ২০.১২.৯৪ স্থানীয় Arab News এ অধ্যক্ষ ও শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে আপীল ও আরবিট্রেশন কমিটি তাদের ১০১(১২.১.৯৫) নং স্মারক পত্রে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ না করার পরামর্শ দেন, ফলে নিয়োগ আপাতত স্থগিত থাকে।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, পত্র-পত্রিকায় ও তদন্ত কমিটির রিপোর্টে উল্লিখিত ব্যক্তিদের নামে যে সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে, তা ধামাচাপা দেয়ার জন্যে এবং আমরা যাতে আমাদের চাকরিতে পুনরায় যোগদান করতে না পারি তার জন্যে প্রাক্তন সিজি ও প্রাক্তন কনসাল প্রশাসন ওপর মহলে ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছে, আপীল কমিটির সদস্যদের প্রশাসনিক হয়রানির হুমকি দিচ্ছে বিধায় কমিটি এই ব্যাপারে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতেও সাহস পাচ্ছে না। অপর পক্ষে বর্তমান কনসাল জেনারেল ও কনসাল প্রশাসন আমাদের শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্যে পুনরায় গত ৭.৩.৯৫ "দৈনিক ইত্তেফাক" বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন গত ১৪.২.৯৪ দৈনিক ইত্তেফাকে, ৩১.৩.৯৪ জনকণ্ঠে, ৮.৪.৯৪ বর্তমান দিনকালে ৬. ৫. ৯৪ বর্তমান দিনকালে, ১. ৬. ৯৪ দৈনিক সংগ্রামে, বিজয় দিবস ৯৪ সংখ্যা চিত্রবাংলায় (৪ পৃঃ বিশেষ প্রতিবেদন), ২৪. ২. ৯৫ বর্তমান দিনকালে ২৪.২.৯৫ চিত্রবাংলায় এদের নামে অসংখ্য দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশিত হলেও আজ পর্যন্ত এর কোন তদন্ত হয়নি। অপরদিকে এনএস.আই তদন্ত কমিটি সুস্পষ্ট রিপোর্ট প্রদান করলেও দুর্নীতিবাজদের কোনো শাস্তি হয়নি। যার পরিপ্রেক্ষিতে জেদ্দাস্থ প্রবাসী ও অভিভাবকদের মনে নানা প্রশ্ন জাগছে। এমতাবস্থায় প্রার্থনা এই যে, শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এনএসআই দুর্নীতি দমন সংস্থা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সৎ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগ সমূহের সত্যাসত্য যাচাই করে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং সৎ ও আদর্শবান দু'জন শিক্ষককে অন্যায় ও বেআইনীভাবে দেয়া "ডিসমিস অর্ডার" বাতিল করলে আপনার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা, মর্যাদা ও শ্রদ্ধাশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং সত্যের জয় ঘোষিত হবে। অতএব আপনার সহৃদয় জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

জাহাঙ্গীর হোসেন (চাকরিচ্যুত প্রভাষক)
পো বক্স নং ১৬০৫৩
ফোন # নং ০০৯৬৬২-৬৪৭৯৬১৪
ফ্যাক্স # ০০৯৬৬২-৬৪৪১৬৯০
জেদ্দা, সৌদি আরব।